و علی عبدہ المسیح الموعود   بسم اللہ الرحمن الرحیم   نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

পাক্ষিক

আহমদী

ত্রয়োদশ বর্ষ — চতুর্বিংশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৪৲ — প্রতি কপি—৵১৫

পত্র ও টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর লিখিতে ভুলিবেন না।

৩১শে মাহে ফতেহে—১৩২২ হিঃ, শঃ] ——— [৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ ইং

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্মিলনীতে

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত

উদ্বোধনী বক্তৃতা

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ ইং

মর্ম্মানুবাদক—মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ—(মোবাল্লেগ)

আল্লার অপার অনুগ্রহে বিগত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক অধিবেশন অতিশয় সমারোহের সহিত কাদিয়ান শরিফে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। হজরত আমীরুল মোমেনীন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ না করিলেও সম্মিলনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদনার্থ তিনি সম্মিলনীর মণ্ডপে উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিবা মাত্র সভ্যমণ্ডলী আনন্দে উথলিয়া উঠেন ফলে সভার চতুর্দ্দিক হইতেই জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া **আল্লাহু আকবর ও হজরত আমীরুল মোমেনীন জিন্দাবাদ ধ্বনীতে** সমগ্র সভাকে মুখরিত করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর হজরত আমীরুল মোমেনীন সম্মিলনীর সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আপনাদের উপর শান্তি ও অল্লার রহমৎ বর্ষিত হউক। আপনারা সকলে সম্মিলিত ভাবে আমার সহিত মিলিত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করুণ, যেন তিনি অপার অনুগ্রহে আমাদের মনোমত ভাবে সম্মিলনীর কার্য্য সম্পাদনে তৌফিক্ প্রদান করেন এবং আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাকে বড় বড় ফলে পর্য্যবসিত করেন। আমরা যে ভূমিতে আহমদীয়তের বীজ বপন করিতেছি তাহাতে ইতিপূর্ব্বে উৎপাদিকা শক্তি মোটেই ছিল না। তিনি যেন উহাতে ঐ ভাবে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করেন যেভাবে আরবের মরুভূমিতে উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়া ছিলেন। মক্কা এমনই একস্থানে অবস্থিত যাহার সম্পর্কে পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—**মক্কার বসতিকে এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যাহাতে কোন উৎপাদনশীল জমি ও বাড়ী ছিল না।** এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মক্কার আধ্যাত্মিক যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। উহার মধ্যে কোন মানুষই ধর্ম্মের বীজ বপন করিতে পারেন নাই। উহার ভূমি যেমন অনুর্ব্বর ছিল মানুষের হৃদয়ও তদ্রূপই অনুর্ব্বর ছিল। তাই তাহারা সকল ধর্ম্মমতকেই দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা ঐ ভূমিতে ধর্ম্মের যে বীজ বপন করিয়াছেন তাহা দ্বারা তাহারা নানাবিধ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্রই প্রশিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঠিক সেইরূপই, কাদিয়ানের ভূমিও পার্থিব সভ্যতা ও রীতি-নীতি এবং শিক্ষার উচ্চস্তর হইতে বহুদূরে রহিয়াছে, পক্ষান্তরে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান হইতেও দূরে অবস্থিত এবং ভারতের এমন এক প্রদেশে অবস্থিত যাহা অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষার তোলনায় বহু পিছনে রহিয়াছে ও ঝগড়া বিবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। এমন এক নগণ্য প্রদেশের এক গ্রাম হইতে আল্লাহ তায়ালা এমন এক আন্দোলনের উদ্ভব করিয়াছেন, যদ্বারা তিনি সমগ্র জগতবাসীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পরিকল্পনা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় এই মহাব্রতকে সাফল্য মণ্ডিত করা যে, মানব শক্তির অতীত, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না।

অতএব চল আমরা সকলে মিলিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই অসম্ভব কাজকে, যাহা আমাদের শক্তি ও বল দ্বারা সাফল্য মণ্ডিত করিতে অক্ষম, তাহাকে যেন তিনি অপার অনুগ্রহে সক্ষম করিয়া দেন। কারণ তাহার শক্তি ও মহিমা যাহা করিতে চায়, তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। সুতরাং উহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াই থাকে। ইহার পর হজরত অমীরুল মোমেনীন এক সুদীর্ঘ প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনার পর তিনি বলেন, সম্মিলনীর নির্দ্ধারিত প্রগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিবেদন করিতেছি। প্রথম বিষয়টি এই যে,বন্ধুগণকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত করান হইয়াছে যে, আমার স্বাস্থ্য ভাল না থাকার কারণে এবার বন্ধুগণের সাক্ষাতের বোঝা বেশী বহন করিতে পারিব না এবং বক্তৃতাকেও প্রয়োজন মত সংক্ষেপ করা হইবে। কারণ চলিত বর্ষের বিগত মে হইতেই আমি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ডেলহৌজী যাওয়ার পর দুই মাস কাল আমার স্বাস্থ্য কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিল কিন্তু নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি হইতেই আমি পুনঃ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি এবং কাশির প্রাদুর্ভাব হয়। এই নিমিত্ত কখনও কখনও স্বর বসিয়া যায় ফলে নিকটবর্ত্তী লোকেরাও আমার কথা শুনিতে পায়ে না। বিগত জুম্মার নমাজের পরও তদ্রূপই হইয়াছিল এবং কয়েক ঘণ্টা পর আমার এই কষ্ট দূর হয়। এমতাবস্থায় সাভাবিক ভাবেই আমার সতর্কতা অবলম্বন করা, নিতান্তই প্রয়োজন। কোন কোন সময় আমার শারিরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ এমন বোধ হয় যে, আমার বক্ষে যেন কোন থলি ছিল যাহা নীচের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে এবং যাহার ফলে আমার স্কন্ধদ্বয় বোঝ বহন করিতে অক্ষম, এমন কি পরিধেয় বস্ত্রাদির বোঝা বহন করিতে কষ্ট বোধ ও সমস্ত শরীরে বেদনা আরম্ভ হয়। অতএব বন্ধুগণ আমার বক্তৃতা ও সাখ্যাৎকারের সংক্ষেপতার জন্য কোন প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন না, কারণ ইহাই আল্লার ইচ্ছা ও মহিমা।

মানুষ এক নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্তই কাজ করিতে পারে, ইহার বেশী করিতে কখনও পারে না। আমি ইহাও বলিতে পারিনা যে প্রোগ্রাম অনুযায়ী বন্ধুগণের সহিত সাখ্যাৎ করিতে পারিব কি না ? কারণ সকলেই অবগত আছেন যে, আমার এক স্ত্রী তাহের আহমদের মাতা রোগাক্রান্ত অবস্থায় লাহোর হাসপাতালে আছেন। ডাক্তারদের অভিমত যে অপারেশন ছাড়া তাহার চিকিৎসার অন্য কোন উপায় নাই। আগামী বুধবার দিনই ডাক্তারগণ তাহার অপারেশন করার তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমি চেষ্টা করিতেছি যে যদি সম্ভব হয় ও রোগীর কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, তবে অপারেশনের তারিখকে দুই একদিন পাছে যেন পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে আমি বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্তকরিয়াই লাহোরে যাইতে পারিব কিন্তু যদি ডাক্তারেরা তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত না হন তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই আমাকে লাহোর যাইতে হইবে। ইহার ফলে মঙ্গলবারের পরবর্ত্তী সাখ্যাৎ করার প্রোগ্রাম কার্য্যে পরিনত হইবে না।

আমি এখন অতিশয় বিনয়ের সহিত যে দোয়া ও প্রার্থনা আল্লাহতায়ালার নিকট নিবেদন করিয়াছি তাহাতে দুই এক সেকেণ্ড মাত্র আমার নিজের ও আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়া করিয়াছি, অবশিষ্ট সময় জমাতের জন্য দোয়াতে ব্যয় করিয়াছি। যখন আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম যে, হে আল্লা, আমাদের সম্প্রদায়কে ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তৌফিক প্রদান কর, যাহার জন্য তুমি এই জমাতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তুমি এই জমাতকে আপন কোলে বসাইয়া হেফাজত কর, তোমার হেফাজত ছাড়া এই সম্প্রদায় সফলকাম হইতে পারিবে না, যাহার জন্য উহাকে সৃজন করিয়াছ। **তখন আমি দেখিতে পাই যে আকাশ হইতে এক নূর ও জ্যোতি অবতরণ করিয়া সমগ্র জলসা প্রাঙ্গণকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে।** ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা অপার অনুগ্রহে সর্ব্বদাই এই জমাতের হেফাজত করিবেন, যে পর্য্যন্ত জমাত তাহার উদ্দেশ্যকে সকল মনোরথ করিতে না পারে। আল্লাহতায়ালা এই সম্প্রদায়ে এরূপ লোকের উদ্ভব করিতে থাকিবেন, যাহারা এই কাজের যোগ্যতা রাখিবেন আর আল্লার সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিবেন এবং বাহ্যিকতা ও আন্তরিকতার সহিত প্রচার কার্য্য করিতে থাকিবেন। আল্লাহ-তায়ালা এই সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে এই ভাবে কোলে লইবেন, যেমন মাতা নিজের সন্তানগুলিকে কোলে নিয়া থাকেন।

আল্লার প্রেমই আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র অবলম্বন। যাহাদের হৃদয়ে ঐশীপ্রেমের তরঙ্গ নৃত্য করে এবং আল্লার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অঞ্চলে জড়িত হইয়া থাকে, তাহারা পাপে জড়িত থাকিলেও, মৃত্যুকে অভিশপ্ত ভাবে বরণ করে না। যেমন তৈল মাখা দেহে জল স্পর্শ করিতে পারে না বরং পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপই আল্লার প্রেমে প্লাবিত হৃদয়কে পাপও স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়।

আল্লাহতায়ালা হজরত ইছা (আঃ)র নাম মছিহ রাখিয়া-ছিলেন। মছিহ শব্দের অর্থ তৈলমালিশকৃত। ইসলামী শাস্ত্রে হজরত ইছা (আঃ) ও তাহার মাতাকে পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ঐশীয় প্রেমরূপ তৈলদ্বারা মালিশ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তৈল মাখা বস্তু হইতে জল যেমন খসিয়া পড়িয়াযায় তদ্রূপই হজরত ইসা (আঃ) ও তাহার মাতাকে যখন শয়তান পরীক্ষা করিতে আসিত তখন পিছলাইয়া দূরে খসিয়া পড়িয়া যাইত।

কিন্তু আমাদের হজরত মোহম্মদ (সাঃ) তদ্রূপ ছিলেন না, হজরত ইছা (আঃ) হইতে আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নত ছিলেন। কারণ হজরত মোহম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন যে আমার শয়তানকে আল্লা মোছলমান করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইছা (আঃ) কে মন্দবস্তু আকর্ষন করিতে পারিত না মাত্র, উহার আকর্ষন পিছলাইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইত কিন্তু হজরত মোহম্মদ (সাঃ)র উপর কোন মন্দবস্তু আকর্ষন করিতে আসিলে তাহাকে পিছলাইয়া খসিয়া পড়িতে দিতেন না বরং তাহাকে পবিত্র করিয়া দিতেন। অর্থাৎ হজরত ইসা (আঃ)

এর উপর ঢিল পড়িলে খসিয়া পড়িয়া যাইত কিন্তু হজরত মোহম্মদ (দঃ)র উপর ঢিল পড়িলে তাহা আম, আঙ্গুর ইত্যাদিতে পরিনত হইয়া যাইত। যাহার ফল তিনি নিজেও ভোগ করিতেন অপরকেও ভোগ করাইতেন।

সুতরাং আল্লার প্রেমই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলবস্তু। ইহাকে পূর্ণ ভাবে অর্জ্জন কর। ইহা লাভ হইলে পর যে কোন প্রকার শত্রু দ্বারা তোমরা আক্রান্ত হও না কেন?—কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে তোমাদের শত্রুরা অতিশয় ভীষণ মুর্ত্তিতে তোমাদের সম্মুখিন হইবে ও নানারূপ বিভীষিকাময় বিপদরাশী তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিবে, তোমাদের উপর বিপদের পর্ব্বতরাশী নিক্ষেপ করিতে প্রয়াস পাইবে,তোমাদের গলায় পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপে তোমাদিগকে ধ্বংশ করিবার জন্ত যখন সমস্ত উপকরণ ও:সামগ্রী একত্রিত হইবে। তখন আল্লাহতায়ালা মুচকি মুচকি হাসিতে আসিয়া বলিবেন আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও,—ইহা বলিয়াই তিনি তোমাদিগকে টানিয়া কোলে লইবেন। ইহার ফলে তোমরা তোমাদের প্রচেষ্টাকে সফল মনোরথ হইতে দেখিতে পাইবে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণী

(২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ ইং)

প্রথম দিবসের (প্রথম বৈঠক)

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মছিহ (আইঃ) র উদ্বোধনী বক্তৃতার পর সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন সেকান্দরাবাদ নিবাসী জনাব শেঠ আবদুল্লা এলাহদীন সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সর্ব্বপ্রথমে হজরত ডাঃ মুফতি মোহম্মদ সাদেক সাহেব "জিকরে হবীব" সম্পর্কে হৃদয় আকর্শনকারী বক্তৃতা প্রদানে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সুক্ষদর্শীতা ও অতুলনীয় চরিত্রের বিষয় বর্ণনা করেন ইহাতে কয়েকবার তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হয় এবং শ্রুতাদের মধ্যেও অনেকের গণ্ডদেশে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।

তাঁহার বক্তৃতার পর জনাব খলিল আহমদ সাহেব নাছের বি-এ নেজামে খেলাফতের গুরুত্ব এবং গুজরাটের জনাব মালিক আবদুর রহমান সাহেব খাদেম বি-এ, এল-এল-বি ইমামের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও মনমুগ্ধকারী বক্তৃতা প্রদান করিয়া অন্তকার অধিবেশনের প্রথম বৈঠক শেষ করেন।

প্রথম দিবসের (দ্বিতীয় বৈঠক)

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) জুম্মা ও আছরের নমাজ জমা করিয়া পড়াইবার পর ভাগলপুর নিবাসী জনাব মৌলবী আলী আহমদ সাহেব এম-এ'র সভাপতিত্বে অন্তকার অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে জনাব চৌধুরী ফতেহ মোহম্মদ সাহেব সিয়াল এম-এ, নাজেরে আলা "ভারতের ধর্ম্ম ও জাতি সমুহের উপর ইসলামের প্রভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন যে ইসলাম সত্য ও খাঁটি হওয়ার ফলে ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইসলাম ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সমাজকে বিভিন্নরূপে আকর্ষণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

ইহার পর আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মোবাল্লেগ মৌলবী মহাশয় মোহম্মদ উমর সাহেব "মৌলবী ফাজেল" হিন্দুধর্ম্ম ও হজরত মসিহে মাওউদ" সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমান করেন যে, হজরত মীরজা গোলাম আহমদ (আঃ) দ্বারা হিন্দুদের প্রতিশ্রুত কল্কী-অবতার ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন পূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর আমাদের অপর মোবাল্লেগ মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব 'মৌলবী ফাজেল' "খাতামুন্নবীইনের তাৎপর্য্য" কোরান শরিফের বিভিন্ন আয়েত দ্বারা বিশ্লেসন করিয়া মনমুগ্ধকর ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া দ্বিতিয় বৈঠক শেষ করেন।

প্রথম দিবসের (তৃতীয় বৈঠক)

মোগরেব ও এশার নমাজ পাঠ করার পর সন্ধ্যা ৮½ ঘটিকার সময় জনাব নওয়াব আকবর ইয়ার জঙ্গ সাহেবের সভাপতিত্বে অন্তকার অধিবেশনের তৃতীয় বৈঠক প্রোগ্রাম অনুযায়ী মছজিদে আকছায় আরম্ভ হয়।

কোরান ও কবিতা পাঠের পর সর্ব্বপ্রথমে মৌলবী আবুল আতা আল্লাহদাতা সাহেব, মৌলবী ফাজেল "মকামে হাদীছ" সম্বন্ধে একটি জ্ঞান গর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন হাদিসের মর্য্যাদা কোরানের পরে রহিয়াছে এবং যে সকল হাদিস কোরানের বিরুদ্ধে নহে তাহাকে যাহারা গ্রাহ্য না করে তাহারা ভ্রান্তিতে আছেন। এই সমস্ত বিষয়ে হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ)র বহু উক্তি পেশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর জনৈক শিখে মহাশয়ের প্রার্থনানুযায়ী প্রোগ্রামকে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তর্ন্তারনের "খালেছ-উপদেশক-কলেজের" ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল সর্দ্দার ধর্ম্মানন্দ সিং সাহেবকে বক্তৃতা প্রদান করার সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কর্ম্মসূচির প্রশংসা করেন ও বলেন যে ইহার প্রতিষ্ঠাতার বহু বাণী দ্বারা তিনি উপকৃত হইয়াছেন।

অতঃপর জনাব জ্ঞানী ওয়াহেদ হুসেন সাহেব "ঐতিহাসিক-দের চক্ষে ইসলামীয় বাদশাহদের কর্ম্মতৎপরতা"

বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সভ্যমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন এবং আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্বন্ধে শিখ সম্প্রদায়ের যে সব প্রশ্ন ছিল তাহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

ইহার পর জনাব মালিক আবদুর রহমান সাহেব খাদেম, বি-এ, এল-এল-বি "নরকের শাস্তি চিরস্থায়ী নহে" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া অন্যান্য ধর্ম্মের উপর ইসলামের মর্য্যাদাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন এবং কোরান ও হাদিশ শরিফ হইতে তাহার বহু প্রমাণ পেশ করেন।

অতঃপর পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার সভার কার্য্য রাত্রি ১২ ঘটিকার পর শেষ করা হয়।

দ্বিতীয় দিবসের (১ম বৈঠক)

(২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ ইং)

অদ্য নির্দ্ধারিত সময়েই খানবাহাদুর নওয়াব চৌধুরী মোহাম্মদ দীন সাহেবের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে কোরান ও কবিতা পাঠ করার পর জনাব সৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলিউল্লা শাহ সাহেব "হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) ভীতিপ্রদ ভবিষদ্বাণী সমূহ" বিষয়ে নিজ রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ইহাতে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) সত্যতা প্রতিপন্ন করেন।

ইহার পর লাহোরের গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রফেসার জনাব কাজী মোহম্মদ আসলম সাহেব এম্-এ "ইসলাম বিস্তারে বিরুদ্ধবাদীগণের নবদর্শন" শিরক রচিত প্রবন্ধ খানা পাঠ করেণ। ইহাতে ইউরোপীয় প্রনয়ণকারীদের ভ্রান্তি প্রদর্শ করা হইয়াছে ও ইসলামই একমাত্র পূর্ণ ধর্ম্ম, সকল যুগেই সকল স্তরের মানুষকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে বলিয়া বহু প্রমান পেশ করিয়াছেন।

ইহার পর ভূতপূর্ব্ব মোবাল্লেগ ও জায়েয়ে আহমদীয়ার লেকচারার মৌলবী আল্লাহ দাত্তা সাহেব "নিষ্কলঙ্ক নবী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেণ এবং বলেন বর্ত্তমান মুসলমানদের মধ্যেও ইহার বিরুদ্ধে বহু কথা প্রচারিত হওয়ার আল্লাহ তায়ালা হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কে প্রেরণ করিয়া নবীদের প্রকৃত মর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন করিয়াছেন। ইহার পর এই বৈঠক শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিবসের (২য় বৈঠক)

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) মছজিদে নূরে জুহর ও আছরের নমাজ জমা করিয়া পাঠ করেন। ইহার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আঃ) সম্মিলনীর মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে "আল্লাহু আকবর" ও হজরত আমীরুল মোমেনীন জিন্দাবাদ ধ্বনী মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই হাফেজ শাফিক আহমদ সাহেব কোরান ও জনাব কায়েছ মিনায়ী সাহেব কবিতা পাঠ করেন।

এনয়ামী ঝাণ্ডা

অতঃপর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) খোদ্দামোল আহমদীয়ার "এনয়ামী ঝাণ্ডা" পরিতোষিকরূপে লাহোরের খোদ্দামোল আহমদীয়াকে প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন কেন্দ্রিয় খোদ্দামোল আহমদীয়ার রিপোর্টে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে যে এবার পারিতোষিকরূপে 'এনামী ঝাণ্ডা" লাভ করিবার মত কার্য্য কোন জমাতই করিতে পারে নাই বটে। তন্মধ্যে লাহোর আঞ্জোমন অন্যান্য আঞ্জোমনের তুলনায় "এনামী ঝাণ্ডা"লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে এনামী ঝাণ্ডা এবার দেওয়া যাইতেছে। সুতরাং আমি তাহাদিগকে "এনামী ঝাণ্ডা" দিয়া বলিতেছি তাহারা যেন তাহাদের ত্রুটি পূরণ করিয়া আগামী বর্ষে এনামী ঝাণ্ডা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

ইহার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৫॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ২॥০ ঘণ্টা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সাময়ীক প্রয়োজনীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আহমদীর পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

তৃতীয় দিবসের (প্রথম বৈঠক)

(২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ইং)

অদ্যকার অধিবেশনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী বেলা ১১ঘটিকা হইতে অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ জনাব চৌধুরী নেমত খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম কোরান ও কবিতা পাঠকরার পর হজরত মীরজা শরিফ আহমদ সাহেব "সন্তানের শাসন সংরক্ষণ" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

ইহার পর অনারেবল স্যার চৌধুরী জফরউল্লা খাঁ সাহেব "সুদের নিষেধাজ্ঞা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে সুদকে আল্লাহ তায়ালা এইজন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন যেন কতক লোক কুঠিপতি না হয় বরং কুড়ি কুড়ি লোক যেন বিষয় সম্পত্তিশালী হয়।

অতঃপর লায়েলপুর নিবাসী জনাব কাজী মোহম্মদ নজির সাহেব "হজরত মসিহে মাওউদের (আঃ) এলমে কালামের" প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদ খণ্ডন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় মৌলবী সানাউল্লা সাহেবের আপত্তির বিশেষ ভাবে উত্তর দেওয়া হয়। ইহার পর এই বৈঠক শেষ হয়।

তৃতীয় দিবসের (দ্বিতীয় বৈঠক)

জুহর ও আসরের নমাজ জমা করিয়া পাঠ করার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) সম্মিলনীর বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিবা মাত্র সভার চতুর্দ্দিক হইতে "আল্লাহু আকবর" ও হজরত আমীরুল মোমেনীন জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। অতঃপর ডুফি হাফেজ গোলাল মোহম্ম সাহেব কোরান ও জনাব ছাকের সাহেব কবিতা পাঠ করিলে পর নাইজেরিয়ার আগত যুবক মৌলবী মোহম্মদ মোদাসছের ছসাহেব এম-এ যিনি যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতে আগমন করিয়াছেন তিনি আরবী ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করেন।

ইহার পর ৩ ঘটিকার সময় হজরত আমীরুল মোমেনীন খালফাতুল মসিহ (আইঃ) বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ সমস্ত টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া শুনান যাহারা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে দোয়ার জন্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং বলেন যে এই সমস্ত ছাড়া বন্ধুগণের অনেক পত্রও দোয়ার জন্য আসিয়াছে। প্রার্থনায় তাহাদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া যাহারা যুদ্ধে গিয়াছেন বা যাহারা শত্রুর হস্তে বন্দি আছেন এবং যে সকল মোবাল্লেগ দূরদেশে আছেন বা শত্রুর দেশে বন্দি আছেন এবং জমাতের বন্ধুগণের জন্য বা জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল লোকের মঙ্গলার্থ দোয়া করিতে হইবে কারণ তাহারা আমাদের ভাই। আল্লাহতায়ালা সকলের উপর করুনা বর্ষণ করুন।

ইহার পর সৈয়দা উম্মে তাহের আহমদ সাহেবার প্রেরিত ছালাম সকলের নিকট পৌছান হয় এবং বলেন যে তিনি সর্ব্বদাই জলসার সময় মফঃস্বল হইতে আগত মহিলাদের সেবা করিয়া থাকিতেন কিন্তু এবার রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে এই পুন্য ব্রত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তাহার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ইহার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন "হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর পুণ্যময় চরিত্রের রূপ" বর্ণনা করিয়া বলেন যে প্রত্যেক আহমদীকে এই পবিত্র রূপে মূর্ত্তিমান হইতে হইবে।

এই সমস্ত বলিবার পর তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহ তায়ালাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি আমাকে এবারও সম্মিলনীতে যোগদান ও বক্তৃতা প্রদানের তৌফিক দিয়াছেন। এই জন্য আমি তাহার শুকরিয়ার ছজিদা করিতেছি বলিয়া ছজিদায় পড়িয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনীতে উপস্থিত সকল বন্ধুগণই ছজিদায় যোগদান করেন। ছজিদা হইতে উঠিয়া এক সুদীর্ঘ দোয়ার পর সম্মিলনীর কার্য্য সমাপ্ত করা হয় এবং বন্ধুগণকে বিদায় হইবার অনুমতি প্রদান করেন। ঘোষণা করেন যে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে উম্মে তাহের আহমদের স্বাস্থ্য উন্নতির পথে অতএব আমি আগামী কল্যও বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আহামদীয়া মহিলা অধিবেশন

মহিলাদের প্রকাশিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী মহিলা অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। লাউডস্পিকারের সুবন্দোবস্ত থাকার ফলে মহিলাগণ পুরুষদের সভা হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

সম্মিলনীর লোক সংখ্যা

এবার হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ (আইঃ) সম্মিলনীর কিছু পূর্ব্বেই ঘোষনা করিয়া ছিলেন, যে বালক বালিকা ও দুর্ব্বল প্রকৃতির স্ত্রী পুরুষগণ যেন এবার জলসায় না আসেন। পক্ষান্তরে রেল কোম্পানীও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সাউল ট্রেইনে কোন বন্দোবস্ত করে নাই মাত্র দুইখানা ট্রেন কাদিয়ানে যাতায়াত করিয়াছে। এই জন্য জন সাধারণ বাটালা জংশন হইতে পদব্রজে ও ঘোড়ার গাড়ী যোগে কাদিয়ানে আসিয়াছেন। এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্বেও আল্লার প্রেমিকগণ স্বর্গীয় প্রেরনায় মাতুয়ারা হইয়া ৩৩০০০ হইতেও অধিক সংখ্যক লোক সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া সভাকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন সম্পদায়ের ধর্ম্মের প্রেমিক

এবারও আহমদীগণ ছাড়া ধর্ম্মের প্রেমিক বহু গয়ের আহমদী ও অমুসলমান সম্মিলনীর লঙ্গরখানার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আহমদীয়া ফ্লেগ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আহমদীয়া ফ্লেগ বক্তৃতা মঞ্চের উত্তর পূর্ব্ব কোনে উত্তোলণ করা হইয়া ছিল এবং খোদ্দামোল আহমদীয়ার মেম্বর গনের পাহাড়াধীন সংরক্ষিত ছিল।

সম্মিলনীর নানাবিধ সেবা

এবারও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সভার পেণ্ডাল এবং মেহমানদের খাওয়া, থাকা, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা অতিশয় সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

আহ্‌মদী পত্রিকার নববর্ষ

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সহস্র সহস্র ধন্যবাদ যে এবার আমরা বহু বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া আহমদী পত্রিকার এয়োদশবর্ষকে সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। একদিকে কাগজের দুর্লভতা ও দুর্মূল্যতা এবং অন্যদিকে প্রেসের বাড়ীকে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহৃত করিবার আদেশ ও প্রেসের ম্যানেজারের মৃত্যু।

সে যাহাই হউক, যাহাতে আহমদী পত্রিকাখানা নববর্ষে অধিকতর উন্নতভাবে নীতিমত প্রকাশ হইতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গালার আহমদীগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। অতএব ১৯৪৪ ইং সালের আহমদীর বার্ষিক চাঁদা মং ৪৲ চারি টাকা অবিলম্বে পাঠাইয়া ও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া পত্রিকাকে সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হইন। আমিন।

ম্যানেজার—আহমদী

শোক সংবাদ

৩রা জানুয়ারী ১৯৪৪ ইং ভরতপুর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার প্রেসিডেণ্ট জনাব হাফেজ তৈয়বুল্লাহ সাহেব কাদিয়ান শরিফে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে-ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। তিনি মকবেরায় বেহেস্তির অসিয়ৎকৃত ছিলেন তাই তাহার সমাধি মকবেরায় বেহেস্তিতে হইয়াছে। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি আহমদীয়তের প্রেমিক ও অন্যতম সেবক ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাহার মগফেরত করুণ ও আত্মোন্নতি প্রদান করুণ, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমরা তাহার বিচ্ছেদে তদীয় পরিবারস্থ লোকের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করি।

Regd. No. C.—13[illegible]
The Fortnightly Ahmadi
4, Bakshi Bazar Rd., Dacca
Dated, the 31th December 1943.

বাঙ্গালায় তবলীগে খাছ

শীঘ্রই আরম্ভ হইতেছে।

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ—

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার তবলীগে খাছের আপীল খানা আপনাদের নিকট যে সাড়া দিয়াছিল তাহাতে এ কাজের জন্য আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। খোদার ফজলে চলিত জানুয়ারী মাসে জোনাব নাজের দাওত ও তবলীগ সাহেব নিজে বঙ্গদেশে সদলবলে আসিয়া এ কাজ আরম্ভ করিবেন এই সংবাদ পাইয়াছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানের তরফ হইতে এ কাজের যে ১৫০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং আপনাদের নিকট হইতে যাহার ওয়াদা পাইয়াছি তাহা কেহ কেহ দিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশই বাকী আছে। জোনাব নাজের সাহেব চান যে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই যেন এই টাকা মজুত থাকে, নতুবা কাজের অসুবিধা হইবে।

অতএব আপনাদের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে আপনারা প্রতিশ্রুত টাকা দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া ছেলছেলার এই বিশেষ খেদমতে সরিক হউন এবং যাহারা এখনও একাজে যোগ দেন নাই তাহারাও একাজে যোগ দিয়া আল্লাহতায়ালার রহমতের ওয়ারেশ হউন।

খাকছার—

মোবারক আলী

আমীর বঃ প্রাঃ আঃ আহমদীয়া।

১।১।৪৪ইং

তাহরীকে জদীদের ১০ বর্ষের প্রতিশ্রুতি

১। "খান সাহেব" মোবারক আলী সাহেব—বগুড়া—২৬০৲
২। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব (মোক্তার)—বগুড়া—৫৩৲
(১ম বর্ষ—৫৲, ২য় বর্ষ—৫/০ ৩য় বর্ষ—৫৵০
৪র্থ বর্ষ—৫৶০ ৫ম বর্ষ—৫।০, ৬ষ্ঠ বর্ষ—৫।/০
৭ম বর্ষ—৫।৵০ ৮ম বর্ষ—৫।৶০ ৯ম বর্ষ—৫৷৷০
১০ম বর্ষ—৫৸০ = ৫৩৲)
৩। মাষ্টার কাজী আবদুস সামীদ সাহেব, ঢাকা— ৬৲
৪। মুন্সী আবদুল হামিদ সাহেব রামপুর— ৫০৲
৫। " আবদুল হেকীম দৰ্জ্জি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া— ৫৩৲
(১ম বর্ষ—৫৲ ২য় বর্ষ—৫/০ ৩য় বর্ষ—৫৵০
৪র্থ বর্ষ—৫৶ ৫ম বর্ষ—৫।০ ৬ষ্ঠ বর্ষ—৫।/০
৭ম বর্ষ—৫।৵০ ৮ম বর্ষ—৫।৶০ ৯ম বর্ষ—৫৷৷০
১০ম বর্ষ—৫৸০ = ৫৩৲
৬। মৌঃ সৈয়দ সামীদ আহমদ—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ১১৲
৭। হেকিম শাহ আবদুল বারী সাহেব ঢাকা— ৭৷৷০
৮। মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব সিউড়ি— ২০৲
৯। মৌলবী মোহম্মদ আমীর সাহেব ডিক্রুঘর— ৬৲
১০। বেগম মেহেরুন্নেছা সাহেবা ডিক্রুঘর— ১২৲
১১। বেগম হুরুন্নেছা—ঢাকা— ৫৷৷/০
১২। মৌলবী এরাদতুল্লা খাঁ সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া— ৫৩৲
(১ম বর্ষ—৫৲ ২য় বর্ষ—৫/০ ৩য় বর্ষ—৫৵০
৪র্থ বর্ষ—৫৶০ ৫ম বর্ষ—৫।০ ৬ষ্ঠ বর্ষ—৫।/০
৭ম বর্ষ—৫।৵০ ৮ম বর্ষ—৫।৶০ ৯ম বর্ষ ৫৷৷০
১০ম বর্ষ—৫৸০ = ৫৩৲)
১৩। মুন্সী শামসুদ্দিন প্রধান (বেলাকোবা)— ২৮৸০

মোট —— ৫৩৪৸/০

খাকছার—সৈয়দ সামীদ আহমদ (মোবাল্লেগ)
সেক্রেটারী বঃ প্রাঃ আঃ আঃ

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

(প্রাদেশিক আমীর সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত নূতন মূল্য তালিকা)

১।	হাদিছুল মাহদী (অর্দ্ধ চামড়ার বাঁধাই) ...	৩৲
২।	ঐ (কাপড়ের পূর্ণ বাঁধাই) ...	২৷৷০
৩।	ঐ (কাগজের বাঁধাই) ...	২৲
৪।	কিশ্তিয়ে নূহ	।/০
৫।	আল-অসিয়ত	৶০
৬।	ফতেহ ইসলাম	।০
৭।	শান্তির বার্ত্তা	।০
৮।	চশমায় মসিহ	।০
৯।	মুক্তির সন্ধান	/০
১০।	মহা-সমরের অবসানে	/০
১১।	হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	।০
১২।	হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় অতীত	৫৫
১৩।	আহমদী জমাতের ধর্ম্ম বিশ্বাস	/০
১৪।	তবলীগ দিবসের উপহার	৫১০
১৫।	দাওতুল ইমান	/০
১৬।	অস্পৃশ্য জাতি ও ইসলাম	/৫
১৭।	আসমানী আওয়াজ	৫১০
১৮।	স্বর্গ বিজয়	৫১০
১৯।	জজবাতুল হক (উর্দু)	৵০
২০।	হেদায়েতুল মুক্তাদী (উর্দু) ...	৵০
২১।	হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী (ইংরেজী)	/০

খাকছার—সৈয়দ সামীদ আহমদ (মোবাল্লেগ)
সেক্রেটারী বঃ প্রাঃ আঃ আঃ
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L.
from the War Printing Works, Wari, Dacca, (Bengal).